কালের কণ্ঠ

তারিখ . . . 12 JUN 2017
পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

মাদরাসা দখলে চেয়ারম্যান!

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি ▷

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার শ্রীফলতলী ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে হালিমাতুন কাওমি হাফিজিয়া মাদরাসা দখল চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনা তদন্ত করছে পুলিশ।

থানায় দায়ের করা অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, ২০১২ সালে বড়ইতলী এলাকায় আব্দুল ওহাব তাঁর মায়ের নামে ৪ শতাংশ জমির ওপর মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। পরে তিনি নিজের অর্থায়নে দোতলা ভবন নির্মাণ করেন। বর্তমানে ওই মাদরাসায় ৫০ জন শিক্ষার্থী, চারজন শিক্ষক ও দুজন বাবুর্চি রয়েছেন। শিক্ষকদের বেতন-ভাতা, ছাত্রদের লেখাপড়ার খরচ ও তাদের খাবারের ব্যবস্থাসহ সব খরচ বহন করেন ওহাব। এরপর মাদরাসাটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একটি কার্যকরী কমিটি করা হয়। ওই কমিটিতে ইউপি চেয়ারম্যানকে সভাপতি ও ওহাবকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। পাঁচ বছর ধরে মাদরাসাটি ভালোভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। কিন্তু এক মাস আগে ওহাবকে বাদ রেখে নতুন একটি কার্যকরী কমিটি গঠন করেন চেয়ারম্যান। নতুন কমিটিতে তিনি ফের সভাপতি হন। গত শনিবার দুপুরে চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে তাঁর লোকজন মাদরাসার সাইনবোর্ড ভাঙচুর করে। পরে সেখানে বড়ইতলী বাইতুন নূর মাদরাসা নামে নতুন সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দেয়। এতে স্থানীয় লোকজন ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে চরম ক্ষোভ ও হতাশা বিরাজ করছে। এ ঘটনায় প্রতিষ্ঠাতা ওহাব থানায় একটি অভিযোগ করেছেন।

কালিয়াকৈরে তদন্তে নেমেছে পুলিশ

মাদরাসাটির প্রিন্সিপাল আলী হায়দার বলেন, 'আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন ও সাইবোর্ড ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে।'

প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল ওহাব বলেন, '৪ শতাংশ জমি কিনে মায়ের নামে মাদরাসা করেছি। ভবন নির্মাণ করেছি। এ ছাড়া শিক্ষকদের বেতন-ভাতা, ছাত্রদের লেখাপড়ার খরচ ও তাদের খাবারের ব্যবস্থাসহ সব খরচ আমি বহন করি। কিন্তু হঠাৎ করে চেয়ারম্যান আমার মায়ের নাম পরিবর্তন করে অন্য নাম দিয়েছেন। সাইনবোর্ডও ভাঙচুর করে প্রতিষ্ঠানটি দখলে নেওয়ার চেষ্টা করছেন তিনি।'

অভিযুক্ত শ্রীফলতলী ইউপি চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম বলেন, 'জমির দলিল মোতাবেক মাদরাসার নামকরণ করা হয়নি। তাই জমির দলিলে যে নাম রয়েছে, ওই নামেই মাদরাসার নতুন সাইনবোর্ড দেওয়া হয়েছে। দখল ও সাইনবোর্ড ভাঙচুরের বিষয়টি সম্পূর্ণ মিথ্যা।'

কালিয়াকৈর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) বকুল হোসেন বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। সাইনবোর্ড ভাঙচুর ও প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তনের বিষষটি নিশ্চিত হওয়া গেছে।'

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং..............................
তারিখ..............................
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর